R. N. No. 2582/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ২০শে নভেম্বর, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা হাইকোর্টের দরজায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ বিড়ি টোব্যাকো এন্ড বিড়ি লিভস্ মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশন মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। বাস্তু রাস্তায় বাঁশ ফেলে যে টাকা ওরা আদায় করে সেটা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে ব্যবসায়ী সমিতি মনে করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এবং বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে এক লিখিত অভিযোগও পাঠান তাঁরা। ব্যবসায়ী সমিতির অভিযোগ—এই ভাবে যে টাকা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি আদায় করে তার কোন পরিষ্কার হিসেবও থাকে না বা উন্নয়নের কথা বললেও সে ধরনের কোন কাজ চোখে পড়ে না। সিংহভাগ টাকাই কর্মীরা আত্মসাৎ করে। তাঁরা আরো অভিযোগ করেন—ধুলিয়ান গরু হাট থেকে সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হলেও পাঁচশোর বেশী দেখানো হয় না ইত্যাদি। অন্যদিকে জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির চেয়ারম্যান তথা মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মনোজ পন্থ সম্প্রতি এক প্রচারপত্রে জানান—বিড়ি পাতা, তামাক, চা, গুড়, সবরকম পশু খাদ্য ও পোলট্রি ফিড ইত্যাদি জঙ্গিপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির এলাকার মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত বা ব্যবসা করছেন বা ঐ সব ব্যবসার কমিশন এজেন্ট, দালাল, পাল্লাদার, যাজনদার, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করছেন (৩য় পৃষ্ঠায়)

জ্ঞানের আলো পরিবেশন না বেকারদের অর্থ শোষণের কোন নয়া ফিকির (?)

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর বাগানপাড়া এলাকায় মাস পাঁচেক আগে 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' নামে সকালে একটি নতুন স্কুল চালু হয়েছে। এর প্রধান উদ্যোক্তা স্থানীয় কলিমুদ্দিন সেখ। পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী। মাথায় টিনের ছাউনী ও চারপাশ মুলি বাঁশের দেয়াল দিয়ে ঘিরে কয়েকটি ঘর তৈরী করে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী চালু করা হয়েছে এখন। ভবিষ্যতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাবে ছাত্ররা বলে জানা যায়। বর্তমানে চারটি ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা ৪৫০ থেকে ৫০০। ছাত্রদের কাছ থেকে কোন টিউশন ফিস নেয়া হচ্ছে না বরং তাদের জন্য একটা টিফিনের ব্যবস্থা করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রাম এলাকায় এই ধরনের প্রচেষ্টাকে মানুষ সাধুবাদ জানালেও স্কুল কর্তৃপক্ষের চাকরীর নামে নিযুক্ত ১৪ জন শিক্ষকের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৪০ হাজার ও একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা আদায় করাকে ঘিরে এলাকায় কানাঘুষা চলছে। অনেকে টাকা জমা দিয়েও ফেরৎ নিয়ে নিয়েছেন। ১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬ জন নাকি বহরমপুরের আছেন। এক সাক্ষাতকারে ঐ স্কুলের সর্বময় কর্তা কলিমুদ্দিন সেখ—জানান সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের অনুমোদিত (এন জি ও) আম্বেদকর পল্লী উন্নয়ন সংস্থার জেলা দপ্তরের স্বীকৃতি নিয়ে এখানে স্কুলটি চালু করেছি। এই ধরনের আরো একটি স্কুল সুতী-১ ব্লকের অজগরপাড়ায় খোলা হয়েছে। স্কুলের জন্য আমি পাঁচ কাঠা জায়গা আম্বেদকর পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছি। আরো কিছুটা জমির সন্ধানে আছি।' উল্লেখ্য, ৮৭-৮৮ সালে ঐ এলাকার পিয়ারাপুর গ্রামের জনৈক কনক দাস চাকরীর (শেষ পৃষ্ঠায়)

সজনে গাছের ডাল কাটা নিয়ে দু'জনের মৃত্যু, অপরাধীরা বেপাত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : তুচ্ছ সজনে গাছের একটা ডাল কাটা নিয়ে গত ১৩ নভেম্বর ধুলিয়ান পুর এলাকায় এক গন্ডগোলে দু'জন মারা যান। একজনের অবস্থা আশংকাজনক। প্রকাশ, পশুপতি সরকারের সজনে গাছের একটি ডাল পাশের আনন্দ মন্ডলের বাড়ীতে ঝুঁকে পড়লে পশুপতিকে ডালটি কেটে দেবার জন্য বলেন আনন্দ। পশুপতি ঝুঁকে পড়া সজনে ডালটি না কেটে শুধু সজনেগুলো পেড়ে নেন। এটাই গন্ডগোলের সূত্রপাত। (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রধানকে দল থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের হারোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধান রোকিয়া বিবিকে সম্প্রতি দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ—গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র জনসমক্ষে ও দলের কাছে পেশ করার জন্য বার বার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। সুতী-১ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী অখিলকুমার ঘোষ এই খবর দেন।

ধান বোঝাই লরি আটকে পুলিশের পয়সা আদায় বেড়েই চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধান কাটার মরশুমে জঙ্গিপুর পারের চাষীদের এতদিন ধানের ট্রাক পারাপারে ঘাটোয়ালের জুলুম সহ্য করতে হত। ব্রীজের কল্যাণে সে অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলেও পুলিশের বেপরোয়া অত্যাচার বেড়েই চলেছে। উমরপুর মোড় বা ফুলতলায় ব্রীজের মুখে ধানের গাড়ী থামিয়ে এখন নিত্যদিন জোর জবরদস্তি টাকা আদায় করছে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

দলের জন্যই মানুষ

মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বর্তমানে এমন এক অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে যে এখন আর মানুষের জন্য দল নহে, দলের জন্যই মানুষ। নিজ দলের শ্রীবৃদ্ধি দলীয় মতবাদের একচেটিয়া প্রাধান্য রক্ষা করাই এখন দলীয় নেতৃবৃন্দের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন কেহই চিন্তা করিতেছেন না। দলের বা ক্যাডারের স্বার্থরক্ষার তাগিদে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলেও কেহ ভাবিত নন। দলীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সেই কারণে মস্তানবাহিনী পুষিতে হইতেছে, দুষ্কৃতকারীদের মদত দিতে হইতেছে। এমন কি দেশের দশের স্বার্থবিঘ্নিতকারী বিদেশী রাষ্ট্রে নিজ দেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চালান-কারীকেও দলীয় পক্ষপুটে স্থান দিতে বাম ডান কোন রাজনৈতিক দলই কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। শান্তির রক্ষক পুলিশ যদিও বা তৎপর হইয়া দুষ্কৃতীদের আটক করিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই রাজনৈতিক দলগুলির চাপে তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইতেছেন। এ এক অভূতপূর্ব অবস্থা। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলেও রাজনৈতিক দলগুলির কিছুই আসিয়া যায় না, তাহাদের দলীয় স্বার্থ যাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে, যাহারা সক্রিয় থাকিলে অন্য দলকে সহজেই পরাভূত করিয়া নিজ দলীয় শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা যাইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করাই দলীয় নেতৃত্বের আশু কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বাম ডান কোন দলই ধোয়া তুলসীপাতা নহেন।

ভারতের কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক কোন সরকারই আজ সুনীতির চিন্তা ভাবনা করেন না। দুর্নীতি বলিয়া রাজনীতিকদের নিকট কিছুই গণ্য নহে। একমাত্র নিজ দলের আধিপত্য রক্ষা করাই রাজনীতি ক্ষেত্রে সুনীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি বিধানের লক্ষ্যে দলীয় নীতি আজ আর নির্ধারিত হইতেছে না। হইতেছে দলের প্রয়োজনে, দলের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার স্বার্থে যে কোন নীতি গ্রহণ। সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা সুনীতি বলিয়া কিছু নাই। দলের স্বার্থে যে নীতি তাহাই সুনীতি। এই নীতির মূল কথা দলের জন্যই মানুষ, মানুষের জন্য দল নয়।

স্মৃতির আলোয় অন্নদাশঙ্কর

স্বাধীন সান্যাল

আমার জন্মের আগে ১৯৩০ সালে অন্নদাশঙ্কর বহরমপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময় আমার স্বর্গীয় পিতা ৺শশাঙ্ক-শেখর নিয়মিত অন্নদাশঙ্করের আদালতে জেরা, সওয়াল-জবাব করতেন। সেই সময় অন্নদাশঙ্কর পত্নী, যিনি পরে লীলা রায় নাম ধারণ করেছিলেন, এসেছিলেন বহরমপুরে প্রাক্ বিবাহ রোমান্সের টানে।

একদিন একটি মামলায় বাবা গিয়েছেন অন্নদাশঙ্করের আদালতে। উদ্দেশ্য একটি মোকদ্দমার argument করতে। অন্নদা-শঙ্কর ইংরাজীতে বাবাকে বললেন "মিঃ সান্যাল আপনার argument আগামীকাল শুনলে কি খুব অসুবিধে হবে?" বাবা কারণ জিজ্ঞাসা করায় অন্নদাশঙ্কর বললেন যে "আমার এক বান্ধবী এসেছেন আমেরিকা থেকে এবং তাকে বলেছি যে একজন মফঃস্বলের তরুণ আইনজীবী বিলেতী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও কি সুন্দর যুক্তি, তর্ক ও ভাষা দিয়ে argument করে, তা দেখাব।" বলাবাহুল্য পরদিন বাবার argument-এ জজসাহেব ও ভাবী মেমসাহেব তৃপ্ত হয়েছিলেন এবং এই ঘটনা উভয়ের প্রীতির সম্পর্ক প্রগাঢ় করেছিল।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পোষ্ট অফিসের হয়রানি প্রসঙ্গে

গত ২১ অক্টোবর এস বি এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসে গেলে ঐ কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী জানান— বাইরের কারো এস বি এ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে না, শুধু জঙ্গিপুর টাউনের খোলা হচ্ছে বলে ঘুরিয়ে দেন। এছাড়া গত জুলাই মাসে আমার কাকা তাঁর এস বি এ্যাকাউন্টে একটি চেক জমা দেন। এক মাস পড়ে ঐ চেকের টাকা এ্যাকাউন্ট বই-এ তোলার জন্য পোষ্ট অফিসে গেলে কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী খাতা না দেখেই চেক ক্যাশ হয়ে আসেনি জানিয়ে দেন। পুনরায় ২৩ অক্টোবর পোষ্ট অফিস গেলে উনি খাতা না দেখে পুনরায় একই কথা বলেন। নিরুপায় হয়ে ২৫ অক্টোবর হেড অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ওটা ২১ আগষ্ট জঙ্গিপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে অযথা হয়রান করে এক শ্রেণীর কর্মী ডাক পরিষেবার বদনাম করছে।

টিপু সেখ, জয়রামপুর

ধনপতনগরে অশান্তি হতে পারে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার এলাকাভুক্ত ধনপতনগরে বাধা কপির জমিতে বিষ ছড়ানোয় সমস্ত জমির সব্জী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অশান্তি চরম। এখন দু'পক্ষের মধ্যে সাজো সাজো রব। উভয় পক্ষকে উত্তপ্ত করা যাদের কাজ তারা আসরে নেমে পড়ায় দু'পক্ষের মধ্যেই বোমা বাধা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

আমি ১৯৪৮ সালে কলেজে ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করি। সেই সময় অন্নদা-শঙ্কর এলেন District Magistrate হয়ে। একে I. C. S, তার উপর খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং সাথে মেমসাহেব বৌ। শহর-বাসীরা এই পরিবারের বাঙ্গালিয়ানা দেখে অবাক। ওঁদের বড় ছেলে পুণ্যশ্লোক, আমার সহাধ্যায়ী ছিল। গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী ও লংক্লথের পাঞ্জামা ছাড়া অন্য কোনও বেশ ধারণ করতে তাকে দেখিনি। মাটির মানুষ ও সুভদ্র এবং বিখ্যাত পিতার সন্তান সকলের প্রিয়ভাজন ছিল। বুঝেছিলাম বাড়ীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটা কি রকম ছিল। পুণ্য-শ্লোক আজ অনন্তলোকে।

অন্নদাশঙ্কর মাঝে মাঝে বাবার কাছে আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং আমার মা জেলা মহিলা সমিতির প্রধান হিসাবে লীলাদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পেরে তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। মা বলতেন "লীলা শুক্তো, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল নিজে রাঁধে, তাছাড়া মুড়ির মোয়া, নারকেলের নাড়ু নিজে নিয়মিত তৈরী করে।" মা লীলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করে জনাতে পেরে-ছিলেন যে বদলির চাকরীতে পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে সব শিখে নিয়েছিলেন।

আমরাও দেখেছি এই মহীয়সীকে, বাঙ্গালী মার মত শাড়ী, সিঁদুর, শাঁখা পরা কল্যাণী রূপে ঝরঝরে বাংলা বলতে।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজী নিহত হন। পৃথিবী কাঁদছে। যারা বুঝতে পারছে না তারাও স্তব্ধ। তখন অন্নদাশঙ্করের খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী ও নগ্নপদে শোকসভাতে বিষাদপ্রতিমা হয়ে যোগদানের ছবি এখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে স্মৃতিপটে। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে জাতির সঙ্গে নিজেও জাতির জনকের নিষ্ঠুর নিধনে মৌন শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী অন্নদা-শঙ্করের জীবনের দুটি আলোকস্তম্ভ ছিলেন। "সবার উপর মানুষ সত্য," এই মত ও পথের সন্ধান ঐ দুই মনীষী দিয়েছিলেন বলেই জীবনের পথে তিনি কখনও প্রবাসী হয়ে পড়েন নি। তাঁর কথা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বহরমপুর জেলা গ্রন্থাগারে গত ১০ অক্টোবর পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। জেলা সভাপতি তপন ঘোষ সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এল এল এ সদস্য দুলাল দত্ত, সমিতির জেলা সম্পাদক রাধামাধব সরকার ও মহকুমা সম্পাদকরা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। গ্রন্থাগার আধিকারিক তাঁর ভাষণে বলেন, এই সমিতির সদস্য হওয়ার সুবাদে সমিতির কিছু ইতিহাসও জানা আছে। এই সমিতি যাতে অক্ষত থাকে তার আহ্বান জানান। ১৯৬৪ সালে কোচবিহারে সমিতির প্রথম সভা ১৮ অক্টোবর হওয়ায় এই দিনটিকে সারা রাজ্যে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও সদস্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করেন।

হোমিওপ্যাথি ডাঃ প্রশান্ত ব্যানার্জীর (এলগিন রোড, কোল-২০) সহকারী চিকিৎসক এখন নিয়মিতভাবে প্রতি সোমবার ও শুক্রবার বহরমপুরে বসছেন।

ডাঃ চন্দ্রশেখর দে, D. M. S , Kol.

৪২, আর, এন, ঠাকুর রোড, রহরমপুর

লালদিঘী সেবাসদন নার্সিং হোম এর বিপরীতে

সকাল—১০টা হইতে ৫টা।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৯ অক্টোবর সংখ্যায় 'সরকারী অর্থ' অপচয় যেমন ছিল তেমনই আছে' শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় সে প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক জানান, তিনি সরকারী অর্থে'র অপচয় করে ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী ব্যবহার করেন না। ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী ব্যবহারের জন্য তিনি সরকারী নিয়ম মোতাবেক গত ২৩ এপ্রিল ও ২ জুলাই, ২০০২ ট্রেজারিতে এক হাজার টাকা করে (রসিদ নং ১৯৮৭৮৪) জমা করেছেন। তবে মহকুমা শাসকের গাড়ীর লাল আলোর ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে পুনিত যাদব বলেন, সীমান্তবর্তী মহকুমা জঙ্গিপুরে ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্পর্শ'কাতর এলাকায় দ্রুত পে'ছাতে তিনি গাড়ীতে লাল আলো ব্যবহার করেন।

ব্যবসায়ীরা হাইকোর্টের দরজায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের অতি অবশ্যই জঙ্গিপুর রেগুলেটেড মার্কে'ট কমিটির কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে ফি জমা দিয়ে বৈধ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। অনুমোদিত 'মার্কে'টিং লাইসেন্স' ছাড়া কেউ ব্যবসা করতে পারবেন না। বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা চালানো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মার্কে'টিং অ্যাক্ট ১৯৭২ এর ৩৪(১) নং ধারা অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। এতে ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৬ মাসের জেল অথবা ঐ দুই দন্ডই হতে পারে। এই প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির জনৈক দায়িত্বশীল কর্মী এক সাক্ষ তকারে জানান— লাইসেন্স করার জন্য আমরা অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদের হোলসেল বিড়ির পাতা-মশলা বিক্রেতাদের নোটিশ করি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাস দুয়েক আগে হাইকোর্টে'র এক এ্যাডভোকেটের চিঠি আসে। তিনি আরো জানান, ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, তাঁরা বাইরে থেকে পাতা-মশলা কিনে এনে এখানে ব্যবসা করছেন। নিজেরা উৎপন্ন করেন না। সেই কারণে তাঁরা কোন লাইসেন্স করবেন না বা ট্যাক্স গুণবেন না। এ্যাডভোকেট এর চিঠির জবাবও আমরা দিয়ে দিয়েছি বলে তিনি জানান।

জল বিভাজিকা প্রশিক্ষণ না হওয়ায় চাষীরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া জল বিভাজিকা প্রকল্পে চাষীদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে না। গত দু' বছর ধরে পঞ্চায়েত সমিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে বলে এলাকার চাষীদের অভিযোগ। তাঁরা জেলা জল বিভাজিকা দপ্তরের (নোডাল) অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, প্রশিক্ষণের টাকা খরচ না করলে পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার আর টাকা দেবে না। পঞ্চায়েতের এই ধরনের অসহযোগিতায় সরকারী উদ্দেশ্য ব্যর্থ' হচ্ছে বলে কোন কোন চাষী মন্তব্য করেন।

GOVT. OF WEST BENGAL

Office of the Block Development Officer

SAMSERGANJ ‖ MURSHIDABAD

N. I. T. NO. 2/2002-2003/BADP

Sealed tender is hereby invited from the bonafide Contractors for the work mentioned below. The eligible Contractor will have to submit original I. T./S. T./P. T. Clearance certificate, 50% credential for the same nature of work for last 3 (three) years along with attested Photo copy.

Any other information in this regard wili be available from this end during office hours.

Last date of application— 21. 11. 2002 upto 4 p. m.
Last date of purchasing Tender paper— 22. 11. 2002 upto 2 p. m.
Last date for dropping tender paper— 25. 11. 2002 upto 2 p. m.
Last date of opening tender— 25. 11. 2002 upto 3 p. m.

Sl. No.	Name of the Scheme	Tender value	Earnest money	Time allowed	Cost of tender paper	Remarks
1.	Improvement of road from Abdul Gofur's house to the N.H. 34 at Tinpakuria G. P. under B.A.D.P. Fund (Black Top)	Rs. 6,55,736/-	Rs. 13,000/-	45 days	Rs. 600/-	

Block Development Officer
Samserganj, Murshidabad

Memo No. 1800 (10) dated, Ratanpur, 11. 11. 2002

লরির ধাক্কায় দুই যুবকের ঘটনাস্থলে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৯ নভেম্বর সকাল ৬টা নাগাদ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে রঘুনাথগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া সীড ফার্মের কাছে লরির ধাক্কায় বিকাশ দাস (৩০) ও উজ্জ্বল মন্ডল (৩২) মারা যান। আরো একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের বাড়ী সাগরদীঘি থানার একলাখি গ্রামে। জানা যায় রতনপুর থেকে একটি খবরের কাগজের ম্যাটাডোরে চেপে এরা ধুলিয়ান যাচ্ছিলেন। চলন্ত ম্যাটাডোরের পেছনে চেপে মাথা বার করে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকে মাথায় ধাক্কা লাগে। এর ফলে ঘটনাস্থলে দু'জন মারা যান। বেগতিক বুঝে দুটো গাড়ীর ড্রাইভারই গা ঢাকা দেয়। পুলিশ গাড়ী দুটো আটক করে। আর এক পথ দুর্ঘটনায় গত ১২ নভেম্বর সন্ধ্যের দিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধুলিয়ান লাগোয়া তারাপুর মোড়ে এক লরি দুর্ঘটনায় পাঁচ জন মারা যান। জানা যায় বালি বোঝাই একটি লরি মালদা অভিমুখে যাবার সময় তারাপুর মোড়ে বাঁকের মুখে বিপরীতমুখী একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে বালি বোঝাই লরিটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। এর ফলে বালি চাপা পড়ে চারজন আরোহী ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আর একজনের মৃত্যু হয়। দুই লরি চালক পলাতক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দু বিবাহ এবং বিশেষ বিবাহ নিয়মাবলীর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছেন। এই সংশোধিত নিয়মাবলী ০১-০৮-২০০২ থেকে বলবৎ হবে। এই বিষয়ে জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে—

(১) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলীর অন্তর্গত সিডিউল-এ অর্থাৎ আবেদন পত্র এবং সিডিউল' সি' অর্থাৎ হিন্দু ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের বিষয়বস্তু ব্যাপক আকারে পরিবর্তিত হয়েছে। আগের মত সাক্ষীদের পুরো সহি আবেদন পত্রে নিতে হবে না। সিডিউল সি বা হিন্দু ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারে এই সহি নিতে হবে।

(২) হিন্দু বিবাহ নিয়মাবলী অনুসারে আবেদন পত্র দাখিলের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন পরে ও বিশেষ বিবাহ নিয়মাবলীতে আবেদন বা নোটিশ দাখিলের অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পরে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন করা যাবে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নন অফিসিয়াল ম্যারেজ অফিসার অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদাধিকারবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যারেজ অফিসার ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা এজেন্টের কাছে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশনের জন্য গিয়ে প্রতারিত হওয়া থেকে সাবধান হোন। প্রত্যেক ব্লকে ও পৌরসভায় ম্যারেজ অফিসারের কার্যালয় আছে।

(৪) নতুন নিয়মাবলী অনুসারে ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রেশনের ফি বা খরচ নিম্নরূপ ঃ

(ক) আবেদন পত্র জমা দেওয়ার জন্য—	১০০.০০ টাকা
(খ) কোনো প্রকারের আপত্তি পেশের জন্য—	৪০.০০ টাকা
(গ) ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশন বা বিবাহ নিবন্ধীকরণের জন্য—	২৬০.০০ টাকা
(ঘ) ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশান সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল—	৬০.০০ টাকা
(ঙ) ম্যারেজ অফিসারের কার্যালয়ের বাইরে অন্য কোনো জায়গায় রেজিষ্ট্রেশানের জন্য অতিরিক্ত—	৪০০.০০ টাকা

যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেল অফ ম্যারেজ এর অফিস, ৫ এবং ৬ ফ্যান্সী লেন, কলিকাতা—৭০০০০১, টেলিফোন নং—২৪৮—১৩৯৮-তে যোগাযোগ করতে পারেন।

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

স্মারক সংখ্যা—৫৬১ (৭)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তারিখ ঃ-১১-১১-২০০২

অর্থ শোষণের কোন নয়া ফিকির (?) (১ম পৃষ্ঠার পর)

হিড়িক তুলে 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার' সংস্থার নামে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে এলাকার বহু বেকার যুবক যুবতীর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করে রাতারাতি গা ঢাকা দেয়। এই অভিজ্ঞতার কথা এখনও অনেক বেকারের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। তাই এই এন জি ও সংস্থা সম্বন্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা বাঞ্ছনীয় বলে এলাকার মানুষ মনে করছেন।

দু'জনের মৃত্যু, অপরাধীরা বেপাত্তা (১ম পৃষ্ঠার পর)

শেষে বচসা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। দলে ভারী আনন্দ মন্ডল, তাঁর দুই ছেলে যুবরাজ ও শেষনাথ ছাড়াও বাড়ীর মেয়ে-বউরা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশুপতি সরকারের বাড়ী চড়াও হয়ে কয়েকজনকে আহত করে। গুরুতর আহত পশুপতি, তাঁর ভাই রতন ও আর একজনকে প্রথমে সামসেরগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখান থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৪ নভেম্বর পশুপতি ও রতন মারা যায়। তৃতীয় জনের অবস্থা আশংকাজনক। আনন্দ মন্ডল বাড়ী বন্ধ করে ছেলে বউদের নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পুলিশের পয়সা আদায় বেড়েই চলেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিউটিরত পুলিশ। একেই ধান চাষে সার, ডিজেল বা শ্রমিকের মজুরী দিনের দিন বেড়ে গেলেও ধানের দাম গত তিন বছর থেকে একই থেকে যাওয়ায় চাষীদের শোচনীয় অবস্থা।

একটি আবেদন

২০০২ সাল জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ। এই বর্ষটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর এই পাঁচদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিকায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। এর জন্য যেমন বিপুল কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের সান্তর সহানুভূতি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিনীত—

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য	মহঃ ফরহাদ আলি
সভাপতি	ও
	কেতকীকুমার পাল
	যুগ্ম-সম্পাদক

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

(০৯-১১-২০০২)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।